



90097 - যবে সব জায়নামাযে কাবার ছবি কিংবা পবত্ৰিৰ স্থানসমূহৰে ছবি আছে সে সব জায়নামাযে নামায পড়ার বধিান

প্রশ্ন

নামাযৰে জায়নামাযে কাবার ছবি ও পবত্ৰিৰ স্থানগুলোর ছবি মাড়ানো কি হিৰাম? যবে সকল জায়নামাযে পবত্ৰিৰ স্থানগুলোর ছবি আছে সে সকল জায়নামায বৰ্জন করার একটি প্রচারণা রয়েছে; যাতবে করে সে ছবিলুগো পা দয়িবে মাড়ানো না হয়। এ বিষয়ে শরয়িতবে বধিান কি? ইসলাম ও মুসলমানদবে পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌আপনাদবেকে উত্তম প্রতদিন দনি।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যবে সব জনিসিবে প্রাণ নাই; যমেন: জড়বস্তু ও উদ্ভদি ইত্যাদি; সগেলগোর ছবি আঁকায় কোন গুনাহ নাই। কাবা ও পবত্ৰিৰ স্থানগুলোর ছবি আঁকা এর মধ্যে পড়বে; যদি এতবে মানুষবে ছবি না থাকে।

তবে কোন নামাযীৰ সামনে বা তার জায়নামাযে কোন প্রকার ছবিনা থাকাই বাঞ্ছনীয়; যাতবে করে ছবিলুগো তার মনোযোগ বধিনতি না করে। ইমাম বুখারী (৩৭৩) ও ইমাম মুসলমি (৫৫৬) আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যবে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারুকাজ বশিষ্ট একটি কাপড়ে নামায পড়লনে এবং একবার কারুকাজবে দকিবে তাঁর দৃষ্টি গেলে। নামায শেষে তিনি বললনে: আমার এ কাপড়টি আবু জাহমবে কাছে নিয়ে যাও এবং আবু জাহমবে আনবজিনী (শামবে একটি স্থানে উৎপাদতি) কাপড়টি নিয়ে আস। কারণ একটু আগে এ কাপড়টি আমার নামাযে মনোযোগ নষ্ট করতে যাচ্ছিলি। হশাম বনি উরওয়া তাঁর পতি থেকে তিনি আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: নামাযে কারুকাজগুলোর উপর আমার দৃষ্টি যাচ্ছিলি। তাই আমার আশংকা হচ্ছিলি এটি আমাকে ফতিনায় ফলে দবিবে।

আনবজিনী: এমন মোটা কাপড় যাতবে কোন নকশা বা কারুকাজ নাই।

নকশাক্ত ও কারুকাজ খচতি এসব জায়নামাযে নামায পড়া মাকরুহ হওয়ার কারণ হল যহেতু এগুলো নামাযীৰ মনোযোগ নষ্ট করে। এজন্য নয় যবে, এতবে পবত্ৰিৰ স্থানগুলকে পা দয়িবে মাড়য়িবে অসম্মানতি করা হচ্ছবে; যমেনটি প্রশ্নবে উল্লখে করা হয়েছে। আমাদবে দৃষ্টিতে এতবে কোন অসম্মান হচ্ছবে না। বরং এ ধরণবে জায়নামাযবে মালকিবো সাধারণত সচতেন থাকনে এবং জায়নামাযবে যবে অংশে পবত্ৰিৰ স্থানগুলোর ছবি নাই সে অংশে তারা পা রাখনে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কহে এমন জায়নামাযে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হয় যগুলোতে মসজিদে ছবি আছে। জবাবে তিনি বলেন: আমাদের দৃষ্টিভিঙ্গি হচ্ছে ইমামের জায়নামাযে মসজিদে ছবি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। যহেতে হতে পারে এটি ইমামের মনোযোগ বহিনতি করবে, তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করবে। এভাবে নামাযে ত্রুটি ঘটাবে। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নকশাবিশিষ্ট কাপড়ে নামায পড়ছিলেন এবং একবার নকশার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে যায় তখন নামায শেষে তিনি বলেন: "আমার এ কাপড়টি আবু জাহমের কাছে নিয়ে যাও এবং আবু জাহমের আনবজানী (শামের একটি স্থানে উৎপাদিত) কাপড়টি নিয়ে আস। কারণ একটু আগে এ কাপড়টি আমার নামাযে মনোযোগ নষ্ট করত য়াচ্ছিল।" আয়শো (রাঃ) এর হাদিস হিসেবে সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলমি বর্ণিত।

যদি ধরে নেয়া হয় যে, এর দ্বারা ইমামের মনোযোগ নষ্ট হবে না; যহেতে ইমাম অন্ধ কথিবা বহুবার দেখতে দেখতে তার কাছে এটি উল্লেখযোগ্য কিছু নয় ও নজর দয়ার মত কিছু নয়— সক্ষেত্রে আমরা এতে নামায পড়ায় কোন অসুবিধা দেখছি না।
আল্লাহই তাওফিকদাতা। [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (১২/৩৬২)]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (৬/১৮১) এসছে:

প্রশ্ন: যে কার্পটেগুলোর উপর ইসলামী স্থাপনার আকৃতি অংকিত আছে; ঠিক বর্তমানে মসজিদগুলোর কার্পটেগুলো যমেন— সগেলোর উপর নামায পড়ার হুকুম কি? যদি কার্পটে উপর ক্রশের ছবি থাকে এমন কার্পটে নামায পড়ার হুকুম কি? ছবিকে ক্রশ হিসেবে সাব্যস্ত করার জন্য দুই পাশের রাখোদবয় সমান এবং নীচের রাখো লম্বা ও উপরের রাখো খাটো হতে হবে; নাকি ক্রস আকৃতির যে কোন রাখোদবয়ই ক্রশ। আশা করি আপনারা এ বিষয়টি আমাদেরকে অবহতি করবেন; যহেতে এ মুসবিত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। আল্লাহ্ আপনারদেরকে হফোযত করুন।

জবাব:

এক. মসজিদগুলো আল্লাহর ঘর। যে ঘরগুলো নামায আদায় করা এবং সকাল-সন্ধ্যায় মনোযোগ, অনুনয়-বনিয় ও আল্লাহর ভয়ভীতি নিয়ে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করা (তাসবাহি পাঠ)-র জন্য নির্মিত। মসজিদে কার্পটে ও দয়োল নকশা করলে সেটো আল্লাহর স্মরণে বহিন ঘটায়, মুসল্লদির মনোযোগে অনেকটুকু নষ্ট করে। তাই সলফে সালহীনদের অনেকে নকশা করাকে অপছন্দ করতেন (মাকরুহ জানতেন)। তাই মুসলমানদের উচিত মহা পুরস্কার ও অধিক সওয়াব পাওয়ার আশায় এমন নকশা থেকে তাদের মসজিদগুলোকে মুক্ত রাখা; যাতে করে রাব্বুল আলামীনের নকৈট্য অর্জনের স্থানসমূহ থেকে মনোযোগ নষ্টকারী জনিসিগুলো দূর করে পরপূর্ণ ইবাদতের পরবিশে বজায় রাখা যায়। তবে এ ধরণের কার্পটে উপর নামায পড়া শুদ্ধ।

দুই. ক্রশ হচ্ছে খ্রিস্টানদের প্রতীক। তাদের উপাসনালয়ে তারা এ প্রতীকটি রাখে, এটাকে সম্মান করে এবং এ প্রতীককে একটি মিথ্যা ঘটনা ও বাতলি বিশ্বাসের চহিণ গণ্য করে। সে বিশ্বাসটি হল: মরয়িম তনয় ঈসা আলাইহিস সালামের ক্রশবদ্ধ



হওয়ার ঘটনা। এ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তাআলা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে মথিযাবাদী ঘোষণা করছেন। তিনি বলেন:
"অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি, ক্রশবদিধও করেনি; বরং তারা ধাঁধায় পড়ছে।" তাই মুসলমানদের জন্য তাদের নামাযের কার্পটে বা এ ধরণের কিছুতে ক্রশ রাখা জায়যে নয়; ক্রশকে থাকতে দয়া উচিত নয়। বরং তাদের উপর আবশ্যিক এটিকে মুছে ফেলে, এর রংগুলো নশিচহীন করা; যাতে করে নিন্দনীয় বিষয় থেকে দূরে থাকা যায় এবং খ্রিস্টানদের সাথে সাধারণ সাদৃশ্য গ্রহণ থেকে; এবং তাদের সম্মানযোগ্য বিষয়গুলোর সাথে বিশেষ সাদৃশ্য গ্রহণ থেকে উদ্ধৃত থাকা যায়। এক্ষেত্রে আড়াআড়ি রংখোঁট লম্বালম্বি রংখোর চয়ে দীর্ঘ হওয়া বা সমান হওয়া কথিবা উপরে অংশে রংখো নীচের অংশে রংখোর চয়ে খাটো হওয়া বা সমান হওয়ার মধ্যে কোন তফাৎ নাই।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।